নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১০.২৫-১২

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪৩২
০৮ জানুয়ারি ২০২৬

পরিপত্র-১১

বিষয় : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী দাখিল, নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী দাখিল না করার শাস্তি, নির্বাচনে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও জাল ভোট প্রদান রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বৈঠকে যোগদানের জন্য আহবান জানাতে হবে এবং বৈঠকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আলোকে তাদের করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও নির্বাচনি আইন বিধিমালা অনুসরণ ও পরিপালন, নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস ও নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী যথাসময়ে দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং নির্বাচনে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির ব্যবহার রোধকল্পে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

২। নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ এর দফা (১) অনুসারে একজন প্রার্থী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার কোন ভোটারকে তার নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে তাকে নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। উক্ত নোটিশে নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে **(সংলগ্নী-১)**। নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগপত্র প্রার্থী যেকোন সময়ে লিখিতভাবে বাতিল অথবা প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারবেন। যদি কোন নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু হয় তা হলেও তদস্থলে প্রার্থী অন্য একজনকে নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উক্ত ব্যক্তিকেও জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার হতে হবে। যে ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করবেন না, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে গণ্য হবেন।

৩। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২২ এর দফা (১) বিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। উল্লিখিত এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ তাকে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করবেন না যদি না তিনি তাকে নিযুক্তকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তার নাম ও যে প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হন তার নাম সম্বলিত নিয়োগপত্র দেখান **(সংলগ্নী-২)**। একটি ভোটকক্ষের জন্য একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

৪। পোস্টাল ব্যালট গণনার সময় প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতি: নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১২ক এর উপবিধি (১০) এর দফা (চ) এর বিধান অনুসারে পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আসনভিত্তিক একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা না হলে ভোট গণনার সময় প্রার্থী নিজে বা নির্বাচনি এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

৫। নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩ ও ৩৬ অনুযায়ী নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণের দায়িত্ব ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত অনুচ্ছেদসমূহে উল্লিখিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণের ভোটগ্রহণের শুরু হতে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান, ভোটকক্ষে ব্যালট বাক্সের ব্যবহার পদ্ধতি, ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত ভোটারদের সনাক্তকরণ, কোন কোন ভোটারের ভোটদানে আপত্তি উত্থাপন, ভোট গণনাসহ নির্বাচনি ফলাফলের বিবরণী ও অন্যান্য প্যাকেট প্রস্তুত, উক্ত বিবরণী ও প্যাকেটে স্বাক্ষর দান, বিধি মোতাবেক কেন্দ্র হতে ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১১) এর বিধান মতে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনার সময় উপস্থিত নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টকে ভোট গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপার এর হিসাব বিবরণীর (অংকে ও কথায় লিপিবদ্ধ করতে হবে) একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদান করবেন এবং নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট এই অনুলিপি প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গ্রহণ করবেন। যদি নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ প্রদান করতে অস্বীকার করেন, তবে উহা লিপিবদ্ধ করবেন। অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১৩) এর বিধান মতে প্রিজাইডিং অফিসার প্রস্তুতকৃত প্রত্যেক বিবরণী ও প্যাকেটের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট এর স্বাক্ষর নিবেন যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। উল্লেখ্য যে, ভোটগ্রহণের সময় প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, প্রতিটি ভোটকক্ষে একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারলেও ভোটগণনার সময় কাজের সুবিধার্থে তার পক্ষে একজন পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন বর্ণিত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। ফলাফল একত্রীকরণকালে তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করতে হবে (নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী **"পরিশিষ্ট-ক"**)।

৬। নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতি: নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কোন কাজ রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। বিশেষ করে ভোটগণনা এবং নির্বাচনি ফলাফল একত্রীকরণের সময় প্রার্থী অথবা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনি এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় অথবা ফলাফল একত্রীকরণের সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত প্রক্রিয়ায় কোন এজেন্ট নিয়োজিত না করেন, তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিষয়টি লিখিতভাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পোলিং এজেন্ট এর অনুপস্থিতি জনিত কারণে ভোট গ্রহণ শুরু বা গণনা করা বিলম্ব করা যাবে না। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৩ এর বিধান অনুসারে, যদি কোন প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কোন কাজ সম্পাদনের সময় এতদুদ্দেশ্যে ধার্যকৃত সময় এবং স্থানে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের অনুপস্থিতি উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বৈধভাবে সম্পাদিত ঐ সকল কাজ আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা পোলিং এজেন্টকে প্রার্থীর স্বার্থেই বিধিসম্মতভাবে উপস্থিত থেকে উল্লিখিত নির্বাচনি কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৭। নির্বাচনি ব্যয়ের সম্ভাব্য উৎস ও বিবরণী দাখিল: নির্বাচনি ব্যয় বিবরণীর বিষয়ে ইতোমধ্যে জারিকৃত পরিপত্র-৪ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবুও এ সম্পর্কে সচেতন থাকার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রার্থীগণকে বার বার স্মরণ করে দিতে হবে। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৯ অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এবং প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা ও তার বাৎসরিক আয়-ব্যয় বিবরণী ফরম-২১ মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করার বিধান রয়েছে।

৮। নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল: নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৩০ অনুসারে ফরম-২২ এ প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর বিধান অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্টকে (যিনি নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করেননি, তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে গণ্য হবেন) ফরম-২২-এ এফিডেভিটসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে। রিটার্নের সাথে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৩১ অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ফরম-২২ক (যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২খ (নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ করা হলে প্রার্থীর হলফনামা), ফরম-২২গ (নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা) এর নমুনায় হলফনামা দাখিল করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন ও এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও পাঠাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী/পরাজিত সকল প্রার্থীকে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করতে হবে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন অবশ্যই দাখিল করতে হবে। এমনকি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনে কোন ব্যয় না হলেও তা নির্ধারিত ফরমে উল্লেখপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৯। নির্বাচনি ব্যয়ের বিষয়বস্তু: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪গ(১) অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রত্যেক দিন ব্যয়িত অর্থের বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সকল বিল, রসিদ ও ভাউচারসমূহ;

(খ) আদেশের অনুচ্ছেদ ৪৪খখ এর দফা (ক) তে বর্ণিত তফসিলি ব্যাংকে খোলা একাউন্টে জমাকৃত অর্থ এবং উক্ত একাউন্ট হতে উত্তোলিত অর্থের প্রত্যয়িত বিবরণী;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এরূপ সকল অপরিশোধিত দাবীর একটি বিবরণী;

(চ) নির্বাচনি খরচের জন্য যেকোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে বিবরণী।

১০। নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান অবহিতকরণ: রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিধান সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিবেন। তারপরও যদি কেউ উক্ত বিধান লংঘন করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯০ অনুচ্ছেদ অনুসারে, যে ক্ষেত্রে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচনি মামলা দায়ের হবে না, সেক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং যে নির্বাচনে অপরাধ সংঘটিত হবে যদি ঐ নির্বাচন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারাধীন থাকে এবং হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ দান করেন তবে আদেশ দানের ০৩ তিন মাসের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারকে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলা দায়েরের জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতির প্রয়োজন নেই। ফলে এ বিষয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বিভিন্নভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবহিত করে ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১১। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনি রিটার্ন দাখিল না করার শাস্তি: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক, ৪৪খ বা ৪৪গ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে অথবা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

১২। সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তিঃ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪কক অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪খ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ডে এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুসারে ৪৪কক বা ৪৪গ এর বিধানাবলি পালনে ব্যর্থ হলে বা নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হতে পারে।

১৩। নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ এর দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎসের বিবরণী, নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণী এবং দলিল দস্তাবেজ রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাঁর অফিসে বা তাঁর হেফাজতে সুবিধাজনক অন্য কোন স্থানে ০১ (এক) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৪। ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত দলিলপত্র পরিদর্শন ও কপি প্রদান: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৮ অনুসারে উল্লিখিত সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও বিবরণী ব্যয়ের রিটার্ন অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিলে জন্য ১০০ (একশত) টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে। উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি বা তার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে তার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হবে।

১৫। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং জাল ভোটদান রোধকল্পে সহযোগিতা: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দুর্নীতিমূলক অপরাধ, বেআইনী আচরণ, উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা পরিচয়ে ভোটদান, অপহরণ, বল প্রয়োগ কিংবা সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা প্রয়োগ, ভোটগ্রহণের দিন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজের মধ্যে ক্যানভাস, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অবৈধ হস্তক্ষেপ, ভোটগ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন মহল বা ব্যক্তি দ্বারা যাতে উল্লিখিত অপরাধমূলক কার্যকলাপ কোনক্রমেই সংঘটিত না হয়, সে উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অনুরোধ জানাবেন। সে সাথে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৭৩ হতে অনুচ্ছেদ ৮৭ পর্যন্ত বর্ণিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্তির বিধান ও করণীয় রয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

বর্ণিতাবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচনি ব্যয়, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাদি গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

০৮.০১.২৬
(মোহাম্মদ মনির হোসেন)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১০.২৫-১২

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪৩২ / ০৮ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)
১৫. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২০. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২২. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৩. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৭. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৮. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩০. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,.......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৩৮. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

০৮/০১/২০২৬

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টদের জন্য নির্দেশাবলী

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রার্থীর আইনানুগ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২। **নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে-

(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন ভোটারকে তাঁহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী লিখিতভাবে যেকোন সময়ে তাঁর এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং তা এরূপভাবে বাতিল করা হলে অথবা নির্বাচনি এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে, উক্ত প্রার্থী তার নির্বাচনি এজেন্ট হিসেবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করতে পারবেন।

(৩) কোন নির্বাচনি এজেন্টকে নিয়োগদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনি এজেন্টের নাম, পিতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ না করলে তিনি নিজেই তার নির্বাচনি এজেন্ট বলে গণ্য হবেন।

৩। **পোলিং এজেন্ট নিয়োগঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২২ অনুসারে-

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য অনধিক একজন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট, যেকোন সময় পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন এবং এরূপভাবে বাতিল করা হলে বা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে তাৎক্ষনিক অবহিত করবেন।

৪। **নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** একজন প্রার্থীর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনি এজেন্ট এবং পোলিং এজেন্টকে আইনের বিধান অনুসারে অন্যান্য দায়িত্বসহ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবেঃ

- প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষের জন্য ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন এবং তা লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারকে জানাইবেন।
- ভোটকেন্দ্রে যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে তা খালি আছে কিনা, সে বিষয়ে নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিশ্চিত হবেন। তারা আরও নিশ্চিত হবেন যে, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি খালি অবস্থায় দেখানোর পর তা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত উপায়ে সিল করেছেন। অতঃপর প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট-এর দৃষ্টি সীমার মধ্যে স্থাপন করেছেন কিনা তাও লক্ষ্য করবেন। কোন নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কক্ষে অযথা ঘুরাফিরা করতে পারবেন না। পোলিং এজেন্ট অবশ্যই তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থেকে ভোটগ্রহণ কার্যাদি অবলোকন করবেন।
- কোন ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে অন্য কোনো ব্যক্তি, কোনো প্রার্থী, প্রার্থীর এজেন্ট বা কর্মী, কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী বা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি অহেতুক ঘুরাফেরা করিতে পারিবেন না। এইরূপ করিলে, প্রিজাইডিং অফিসার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত এলাকা হইতে অপসারণ করিবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতার করিতে পরিবেন। এইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনুচ্ছেদ ৭৯ এর অধীন দন্ডণীয় হইবেন।
- কোন ভোটার যাতে একাধিকবার ভোট প্রদান না করতে পারেন, সে জন্য নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করবেন। নির্বাচনি এজেন্ট পোলিং এজেন্ট যেকোন ভোটারের নিকট প্রদত্ত ব্যালট পেপারের অপর পৃষ্ঠায় অফিসিয়াল সিলমোহর চিহ্ন ও স্বাক্ষর আছে কিনা তা যাচাই করেও দেখতে পারবেন।
- কোন ব্যক্তি ভোটদানের উদ্দেশ্যে যখন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করবেন, তখন আবেদনকারীর পরিচিতি সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে, পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন। ঐ ব্যক্তি এ ভোটকেন্দ্রে অথবা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অথবা যে ভোটারের নামে ভোট দিতে চান তিনি সে ব্যক্তি নন এ মর্মে আপত্তি উত্থাপিত হলে তিনি আদালতে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে অঙ্গীকার করে আপত্তি উত্থাপনের জন্য নগদ

১০০/- (একশত) টাকা জমা দিবেন। অতঃপর প্রিজাইডং অফিসার ঐ ব্যক্তিকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করে আপত্তিকৃত ভোট সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- যদি কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করে অবগত হন যে অন্য কোন ব্যক্তি ইতঃপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসেবে ঘোষণা করে আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করেছেন তাহলে তিনি অন্য যেকোন ভোটারের মত একই পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার পাবেন। এ ব্যালট পেপার ''টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার'' নামে অভিহিত হবে। টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে না ফেলে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির নাম ও ভোটারের ক্রমিক নং ফরম-১৪ তে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করবেন। অতঃপর চিহ্নিত ব্যালট পেপার প্যাকেট-৬ এ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার গণনা করা যাবে না।

- ভোটগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার পর পরই নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট ভোট গণনাকালে উপস্থিত থেকে ভোটগণনা অবলোকন করতে পারবেন। প্রিজাইডিং অফিসার বিধান অনুসারে ভোট গণনাকালে ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে সমস্ত ব্যালট পেপার হতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারগুলো পৃথক পৃথকভাবে রাখছেন কিনা তা অবলোকন করবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার আইনানুগভাবে ভোটগণনা কাজ সম্পন্ন করছেন কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। উল্লেখ্য, ভোট গণনা কক্ষে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ০১ জন করে পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী এবং কাগজাদি আদেশের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রস্তুত করে নিম্নে বর্ণিত প্যাকেটগুলোতে রাখছেন কিনা তাও নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখবেন।

(১) প্যাকেট-১ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপার রাখার জন্য প্যাকেট

(২) প্যাকেট-২ গণনা থেকে বাদ দেয়া ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৩) প্যাকেট-৩ প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার জন্য প্রধান প্যাকেট

(৪) প্যাকেট-৪ অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার জন্য প্যাকেট

(৫) প্যাকেট-৫ বিনষ্ট ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৬) প্যাকেট-৬ টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহ রাখার প্যাকেট

(৭) প্যাকেট-৭ ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর টেন্ডার্ড ব্যালট কাগজসমূহের প্যাকেটগুলো (প্যাকেট-৬) রাখার প্যাকেট

(৮) প্যাকেট-৮ আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ রাখার প্যাকেট

(৯) প্যাকেট-৯ চিহ্নিত ভোটার তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট

(১০) প্যাকেট-১০ ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র রাখার প্যাকেট

(১১) প্যাকেট-১১ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকার কপিসমূহ রাখার প্যাকেট

(১২) প্যাকেট-১২ ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে বিবরণী

(১৩) প্যাকেট-১৩ আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা রাখার প্যাকেট

(১৪) প্যাকেট-১৪ ভোট গণনার হিসাব রাখার প্যাকেট

(১৫) প্যাকেট-১৫ ব্যালট পেপারের হিসাব রাখার প্যাকেট

(১৬) প্যাকেট-১৬ বিবিধ কাগজপত্র রাখার প্যাকেট

(১৭) **বিশেষ খাম**- ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোট গণনার বিবরণী প্রেরণ করার জন্য খাম

- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যদি ভোটগণনার সময় উপস্থিত থাকেন, তবে তারা প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংযুক্ত করতে পারবেন। ভোটগণনার পর নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি গ্রহণ করতে পারবেন।

- প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনাকৃত ফলাফলের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট পুনঃগণনার আবেদন করতে পারেন। তবে গণনার যৌক্তিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট উপস্থিত থেকে ফলাফল একত্রীকরণের কাজ অবলোকন করতে পারবেন।

- ফলাফল একত্রীকরণের পর উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা নির্বাচনি এজেন্ট প্যাকেট গুলোতে স্বাক্ষর বা সিলমোহর প্রদান করতে পারবেন এবং যদি চাহেন, তবে একীভূত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে গ্রহণ করতে পারবেন।

- পোলিং এজেন্টগণ ভোটকেন্দ্রের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

[1]ফরম-২৪
[আদেশের অনুচ্ছেদ -২১ দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের ফরম

বরাবর
রিটার্নিং অফিসার

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম :

বিষয়ঃ নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে................... নির্বাচনি এলাকার ...... জাতীয় সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব...................... পিতা/স্বামী .... প্রতীক .... এর নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ২১ অনুসারে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতেছি। নিম্নে তাহার বিবরণী ২কপি ছবি ও তিনটি স্বাক্ষর সত্যায়ন করিলাম:

নির্বাচনি এজেন্টের নাম	নির্বাচনি এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	মাতার নাম	নির্বাচনি এজেন্টের ঠিকানা	নির্বাচনি এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	নির্বাচনি এজেন্টের স্বাক্ষর	সত্যায়নকারী (প্রার্থী কর্তৃক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
					১.	
					২.	
					৩.	

সংযুক্ত: ছবি ০২ কপি

২। উল্লিখিত ব্যক্তি বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের ভোট চলাকালীন ও গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন/পর্যবেক্ষণ করিবেন।

স্থানঃ

তারিখঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর নাম ও স্বাক্ষর এবং
নির্বাচনি প্রতীক.......................।

১. এস আর ও নং ৪৭১- আইন/২০২৫, তারিখঃ ১১.১২.২০২৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

সংলগ্নী-২

[১]ফরম-২৫

[আদেশের অনুচ্ছেদ-২২ দ্রষ্টব্য]

পোলিং এজেন্ট নিয়োগ

পোলিং এজেন্টের ছবি

বরাবর,

প্রিজাইডিং অফিসার

.......................ভোটকেন্দ্র

বিষয়ঃ পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।

মহোদয়

উপরিউক্ত বিষয়ে............................নির্বাচনি এলাকার....... সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড...................... নং ভোটকেন্দ্রে জাতীয় সংসদ সদস্য পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব ....পিতা/স্বামী........................... প্রতীক.............এর .... ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ২২ অনুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করিতেছি। নিম্নে তাহাদের বিবরণী, ২ কপি ছবি ও স্বাক্ষর সত্যায়ন করিলাম:

ক্রমিক সংখ্যা	পোলিং এজেন্টের নাম	পোলিং এজেন্টের পিতা/স্বামীর নাম	পোলিং এজেন্টের ঠিকানা	পোলিং এজেন্টের ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

সংযুক্ত: ছবি ০২ কপি

২। ....ক্রমিকে উল্লিখিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনাকালীন সময়েও দায়িত্ব পালন করিবেন।

স্থানঃ

তারিখঃ   দিন   মাস   বৎসর

প্রার্থীর নাম ও স্বাক্ষর এবং
নির্বাচনি প্রতীক.........।

১ এস আর ও নং ৪৭১-আইন/২০১৫ তারিখঃ ১১.১১.২০১৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

০৮/০২/২০২৬

মোঃ শহিদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।